প্রথম আলো

তারিখঃ ২০-১১-২০২২ (পৃঃ ১৩)

চালের উৎপাদন ২৫ লাখ টন কম হতে পারে

ব্রির গবেষণা

উৎপাদন কমলেও দেশে চালের সংকট নেই। চাহিদার তুলনায় প্রায় ৩৪ লাখ টন চাল বেশি আছে।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

এ বছর (২০২২) চালের উৎপাদন গত বছরের চেয়ে প্রায় ২৫ লাখ টন কম হতে পারে। চলতি বছরের শুরুতে হাওরে বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। আর চলতি আমন মৌসুমে বৃষ্টি কম হওয়ায় ধানের হেক্টরপ্রতি উৎপাদন কমতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। সব মিলে এ বছর গত বছরের তুলনায় হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩ দশমিক ১ শতাংশ কমবে, যা ২৫ লাখ টনের মতো।

তবে উৎপাদন কমলেও দেশে চালের সংকট নেই। চাহিদার তুলনায় প্রায় ৩৪ লাখ টন চাল বেশি আছে। এই চাল রয়েছে সরকারি গুদাম, বড় চালকলমালিক ও কৃষক, ফড়িয়া, আড়তদার ও খুচরা বিক্রেতাদের কাছে।

এমন অবস্থার পরও চালের দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই। বর্তমানে দেশে মোটা চালের কেজি ৪৬ থেকে ৫২ টাকা, মাঝারি ৫৪ থেকে ৫৮, আর সরু ৬২ থেকে ৭২ টাকা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) এক গবেষণায় প্রায় ২৫ লাখ টন উৎপাদন কম হতে পারে বলে তথ্য উঠে এসেছে। 'বাংলাদেশে চালের মূল্যবৃদ্ধির একটি সমীক্ষা : কৃষক থেকে ভোক্তা পর্যায়ের অবস্থা' শীর্ষক ওই গবেষণায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার তথ্য ও ব্রির নিজস্ব জরিপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চালের উৎপাদন কম হলেও দেশে কোনো সংকট হওয়ার কথা নয়। তারপরও আমরা দেখতে পাচ্ছি চালের দাম বাড়ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, মূলত চালকলমালিকদের অতিমুনাফা করার কারণে সরবরাহ বাড়লেও দাম কমছে না। ফলে সরকারের উচিত যেসব বড় চালকলমালিকের বেশি পরিমাণে ধান ও চাল মজুতের ক্ষমতা আছে, তাঁদের ব্যাপারে তদারকি বাড়ানো। কেউ দেশের মজুত আইন ভঙ্গ করলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।'

গবেষক দলটি বলছে, হাওরে হঠাৎ বন্যায় ছয় থেকে আট লাখ টন বোরো ধান নষ্ট হয়। এর পর আমন মৌসুমে ভরা বর্ষায় স্বাভাবিকের চেয়ে ৪০ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়। ফলে আমনের উৎপাদন কমে যায়, সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়েও আমনের ক্ষতি হয়।

> **দেশে কী পরিমাণ চাল আমদানি করতে হবে, তা বোঝার জন্য চালসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্য উৎপাদনের একটি একক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকা উচিত।**
>
> **নাজনীন আহমেদ**, প্রধান অর্থনীতিবিদ, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ

ব্রির গবেষণায় ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশে চাল উৎপাদনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, ২০১০ সালে উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৮০ হাজার টন। ২০১৪ সালে তা বেড়ে ৩ কোটি ৬৭ লাখ ২০ হাজার টন হয়। এরপরের দুই বছর আবারও চালের উৎপাদন নিম্নমুখী হতে থাকে। ২০১৭ সালে আবারও বেড়ে ৩ কোটি ৬৭ লাখ টন হয়। এরপর ২০২১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আবারও বেড়ে ৩ কোটি ৮৪ লাখ ৭০ হাজার টন হয়। চলতি বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে তা কমে ৩ কোটি ৬০ লাখ ৭ হাজার টন হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় চলতি বছর ২৪ লাখ ৭০ হাজার টন উৎপাদন কম হবে।

গবেষণাটিতে আরও বলা হয়েছে, ব্রির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ১০৮টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে ২৮টি জাত হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু। দেশের ৯২ শতাংশ ধানের জমিতে এসব উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের চাষ হচ্ছে। সাড়ে ৪ শতাংশ জমিতে স্থানীয় জাতের চাষ হয়। এর মধ্যে উফশী জাতের চাষ বাড়ছে প্রায় ৫ শতাংশ হারে। দেশি জাতের চাষ কমছে সাড়ে ৪ শতাংশ হারে। সামগ্রিকভাবে চালের উৎপাদন ২ দশমিক ৮৩ শতাংশ হারে বাড়ছে। চলতি বছর দেশে ৩ কোটি ৬০ লাখ টন চাল উৎপাদিত হবে।

গবেষণার তথ্যমতে, ২০২২ সালে আমন মৌসুমে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে কৃষকের খরচ পড়ে ২৪ টাকা ৩১ পয়সা, আর তা বিক্রি করে পান ২৮ টাকা ৭৪ পয়সা। বোরোতে ২৬ টাকা ১০ পয়সা খরচ আর দাম পান ৩০ টাকা ৮০ পয়সা।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) বাংলাদেশের প্রধান অর্থনীতিবিদ নাজনীন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, এ বছর কয়েক দফা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধানসহ অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়েছে। যে কারণে সরকার বাধ্য হয়ে চালের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দাম কমানোর চেষ্টা করছে। তবে দেশে কী পরিমাণ চাল আমদানি করতে হবে, তা বোঝার জন্য চালসহ অন্যান্য খাদ্যপণ্যের উৎপাদনের একটি একক এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকা উচিত। আর তা সরকারি একটি সংস্থার মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে।

যায়যায়দিন

তারিখঃ ২০-১১-২০২২ (পৃঃ ১৩)

নবান্ন উৎসবে মেতেছে বাংলার কৃষক

■ ইমরান সিদ্দিকী

নবান্ন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শস্য উৎসব। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন নবান্ন। নগরসভ্যতার পরিবর্তিত প্রভাবে অনেকটা বদলে গেলেও অগ্রহায়ণে নতুন ধানের আগমনে গ্রামীণ জীবনে এখনো প্রাণের জোয়ার বয়ে যায়। এ দেশের কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসবআচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালিত হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। নবান্ন এক অসাম্প্রদায়িক উৎসব। এ উৎসববাঙালি জাতিকে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। বাঙালির জনজীবনে অনাবিল আনন্দ, সুখ ও সমৃদ্ধির বার্তা নিয়ে আসে। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। কৃষিনির্ভর সমাজে কৃষির সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক সূত্রেই নবান্ন হয়ে উঠেছে বাংলার লোকায়ত উৎসব। এবার ধানের ভালো দামে নবান্ন উৎসবে মেতেছে বাংলার কৃষকরা।

অগ্রহায়ণ এলেই কৃষকের মাঠজুড়ে ধান কাটার ধুম পড়ে যায়। নবান্ন মানে নতুন অন্ন। নতুন চালের রান্না উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবই নবান্ন উৎসব। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকার পর এই উৎসবশুরু হয়। নবান্ন উপলক্ষে কৃষকের ঘরে ঘরে চলছে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ। গ্রামের বধূরা সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বাড়ির উঠানসহ বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। নবান্নকে ঘিরে গৃহিণীরা নতুন ধানের চালের আটা তৈরিতে ব্যস্ত। গৃহবধূরা ঢেঁকিতে চাল কুটেন আর এই চালের গুঁড়া দিয়ে নানা রকমের পিঠা তৈরি করেন তারা। এছাড়া কৃষকের ঘরে ঘরে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরির প্রস্তুতি চলে। নতুন ধানের চাল তৈরি হবে পায়েস, খিরসহ নানা জাতের পিঠাপুলি। আসন্ন নবান্নকে কেন্দ্র করে হাটবাজারগুলোতে নারকেল, গুড়সহ নানা উপকরণের বিক্রিও বেশ ভালো হয়।

আগে মাঠ ভরা ধানে সোনালি ছোঁয়া লাগলেই গ্রামবাংলায় বোঝা যেত যে নবান্ন আসছে। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যেত ধান মাড়াইয়ের কাজ, চলত বাড়িঘর, ঢেঁকিঘর নিকানোর কাজ। নতুন ধান থেকে চাল ছাঁটা হতো ঢেঁকিতে। তৈরি করা হতো চালের গুঁড়া। চালের গুঁড়া দিয়ে পিঠা তৈরি হতো নবান্নে। এ ছাড়া চালের গুঁড়া দিয়ে আঁকা হতো মাঙ্গলিক আলপনা। বাড়ির মহিলা সদস্যরা ব্যস্ত থাকতেন চিড়া, মোয়া, নাড়ু এসব তৈরিতে। আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে প্রচলিত এই নবান্ন উৎসব সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক, সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এবং সবচেয়ে প্রাচীনতম মাটির সঙ্গে চিরবন্ধনযুক্ত। তাই নবান্ন উপলক্ষে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে কৃষকের ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। কৃষকের আঙিনা-উঠান লেপে-পুছে ঝকঝকে-তকতকে করে তোলা হয়। নতুন কাঁস্তে, ডালি, কুলা, চালুনি, ঝাঁটা, চাটাই তৈরি হয়। কৃষক মাথায় অথবা কোমরে নতুন গামছা বেঁধে সোনার ধান কেটে নিয়ে আসেন উঠানে। কিষান বধূর ব্যস্ততা বেড়ে যায় ধান মাড়াই-ঝাড়াই, সিদ্ধ-শুকানো, চাল-আটা তৈরি আর রকমারি রান্না-বান্না নিয়ে। ধান ভানার গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে, ঢেঁকির তালে মুখর হয় বাড়ির আঙিনা। অবশ্য যান্ত্রিকতার ছোঁয়ায় এখন আর ঢেঁকির তালে মুখরিত হয় না আমাদের গ্রামগুলো। তারপরও নতুন চালের ভাত নানা ব্যঞ্জনে মুখে দেওয়া হয় আনন্দঘন পরিবেশে। তৈরি হয় নতুন চালের পিঠাপুলি, ক্ষীর-পায়েস ইত্যাদি। দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে নবান্নে বাড়ির জামাইসহ আত্মীয়স্বজনকে আমন্ত্রণ করা হয়। মেয়েকেও বাপের বাড়িতে নাইওর আনা হয়। নবান্ন উপলক্ষে অনেক গ্রামে লোকমেলার আয়োজন হয়। নবান্ন উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আয়োজন হলো লোকমেলা। এই মেলায় পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের পিঠা, মিষ্টি, সন্দেশ, মণ্ডা-মিঠাই, খেলনা-পুতুল, মাটি-বাঁশ-বেত কাঠের তৈরি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আর বসে পালাগান, লোকনাট্য, কেচ্ছা-কাহিনী, বাউল গানের আসর। নাচ আর গানে মুখরিত হয় মেলাঙ্গন। প্রকৃতি আর পরিবেশের মধ্যে আত্মহারা হয়ে ওঠে বাঙালিমানস। বাংলার কবিরাও নতুন ফসল ঘরে ওঠার ঋতু হেমন্ত আর নবান্ন উৎসবকে নিয়ে লিখেন কবিতা ও গান। বাঙালির নবান্ন উৎসবের একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে আমাদের দেশে উৎপাদিত নানা ধরনের সুগন্ধি চাল। নবান্ন উৎসবেএসব সুগন্ধি চালের ফিরনি পায়েস, জর্দা, ভুনা খিচুড়ির বেশ প্রচলন রয়েছে। আবার একটু মানসম্পন্ন কলেবরের নবান্ন উৎসবে পোলাও, বিরিয়ানি, কাচ্চি, রান্নাতেও সুগন্ধি চালের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। সুগন্ধি চাল আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য।

> ঋতুবৈচিত্র্যে হেমন্তের আগমন ঘটে শীতকে সঙ্গে নিয়েই। বাতাসের সঙ্গে হালকা ঠান্ডা আর কুয়াশার চাদর বুকে জড়িয়ে হেমন্ত আসে শীতের পরশ মেখে। কার্তিকের শেষে ও অগ্রহায়ণের শুরুতে হয় ধান কাটার মহোৎসব। এ সময় ফসলের ক্ষেত ভরে ওঠে সোনালি ধানের হাসিতে। সেই সঙ্গে কৃষকের মুখেও হাসি ফোটে সোনালি ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে। অগ্রহায়ণের নবান্ন নিয়ে আসে খুশির বার্তা। নতুন ধান ঘরে উঠানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন কৃষক-কিষানিরা। আর ধান ঘরে উঠলে পিঠা-পায়েস খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় চলে নবান্ন উৎসব

ষড়ঋতুর লীলাবৈচিত্র্যে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে অগ্রহায়ণ মাস তথা হেমন্ত ঋতু আসে নতুন ফসলের সওগাত নিয়ে। কৃষককে উপহার দেয় সোনালি দিন। তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো সোনালি ধানের সম্ভার স্বগৌরবেবুকে ধারণ করে হেসে ওঠে বাংলাদেশ। তাই বিপুল বিস্ময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গেয়ে ওঠেন- 'ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।' বাংলার প্রকৃতি তার আপন মহিমার সবটুকু যেন উজাড় করে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রতিটি বাঙালি নর-নারীর মনে-প্রাণে। ষড়ঋতুর বাংলাদেশে নানান ধরনের রূপ রস আর সুবাসিত সৌরভ আমাদের হৃদয় মনকে শিহরিত করে। প্রতিটি ঋতুর মাঝেই বাঙালি খুঁজে নেন বৈচিত্র্যময়তায় পরিপূর্ণ নানান উৎসব। তাই তো উৎসবপ্রিয় বাঙালি প্রকৃতির আপন মহিমার সবটুকুর সর্বোচ্চ ব্যবহারে আনন্দ বিনোদনে মাতোয়ারা হয়ে সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় করে উৎসবআমেজে নিজেদের মতো করে চাঁদের হাট বসিয়ে স্ব স্ব হৃদমাঝারে চিত্ত বিনোদনের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করে থাকেন। বিত্ত বৈভবের প্রাচুর্য না থাকলেও বাঙালির আমোদ আহ্লাদ ও আত্মিক আতিথেয়তার এতটুকু কমতি নেই।

ঋতুবৈচিত্র্যে হেমন্তের আগমন ঘটে শীতকে সঙ্গে নিয়েই। বাতাসের সঙ্গে হালকা ঠান্ডা আর কুয়াশার চাদর বুকে জড়িয়ে হেমন্ত আসে শীতের পরশ মেখে। কার্তিকের শেষে ও অগ্রহায়ণের শুরুতে হয় ধান কাটার মহোৎসব। এ সময় ফসলের ক্ষেত ভরে ওঠে সোনালি ধানের হাসিতে। সেই সঙ্গে কৃষকের মুখেও হাসি ফোটে সোনালি ফসল ঘরে ওঠার আনন্দে। অগ্রহায়ণের নবান্ন নিয়ে আসে খুশির বার্তা। নতুন ধান ঘরে উঠানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন কৃষক-কিষানিরা। আর ধান ঘরে উঠলে পিঠা-পায়েস খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় চলে নবান্ন উৎসব। গ্রামবাংলায় নতুন এক আবহ সৃষ্টি হয়। নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালিয়ানার হাজার বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির নানা দিক। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি ধর্ম-বর্ণ উপেক্ষা করে নবান্নকে কেন্দ্র করে উৎসবে মেতে উঠে। একে অন্যের মধ্যে তৈরি হয় সামাজিক মেলবন্ধন। নতুন ধান ওঠার খুশিতে গ্রামবাংলায় চলে নানা উৎসব-আয়োজন। নতুন ধান কাটা আর সেইসঙ্গে প্রথম ধানের অন্ন খাওয়াকে কেন্দ্র করে পালিত হয় এই উৎসব। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ- এ যেন সত্যিই হৃদয়ের বন্ধনকে আরো গাঢ় করার উৎসব। গ্রামীণমেলা এখন আর শুধু গ্রামেই হয় না, শহরের মানুষরাও নবান্ন উৎসব পালন করে থাকেন।

কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ বেশ ঘটা করেই পালন করে আসছে নবান্ন উৎসব। বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান রাজধানীবাসী উপভোগ করে থাকেন। নানা রকম পিঠাপুলির আয়োজন থাকে নবান্ন উৎসবে। আমাদের দেশে নবান্ন উৎসবেঅঞ্চলভেদে আয়োজন করা হয়ে থাকে জারি, সারি, মুর্শিদী, লালন, পালা । আর মেলায় পাওয়া যায় নানা স্বাদের খাবার। ছোটদের বাড়তি আনন্দ দিতে মেলায় আসে নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সার্কাস, বায়োস্কোপসহ জানা-অজানা আরো অনেক আয়োজন।

নবান্ন উৎসবের মতো গ্রামবাংলার অন্যান্য ঐতিহ্যও হারিয়ে যাচ্ছে। আসলে এখন পারিবারিক বন্ধনটা আর আগের মতো নেই। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আত্মিক টান কমে যাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে সংস্কৃতিতে। পিঠাপুলি খাওয়ার ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতি পাল্টে যাওয়ার কারণে এখন আর নবান্ন উৎসবআগের মতো দেখা যায় না। নবান্নের উৎসবএখন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ জনপদে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠ আছে কিন্তু কৃষকের ঘরে নেই নবান্নের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসবকালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে।

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর
তারিখঃ ২০-১১-২০২২ (পৃঃ ১২,০২)

কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান কেনাসহ ১৩ নির্দেশনা

'সঠিকভাবে কৃষক শনাক্ত' করবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশব্যাপী ২৭২টি নির্বাচিত উপজেলায় 'কৃষকের অ্যাপ' পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব উপজেলায় কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান কেনাসহ এ বিষয়ের প্রচারণায় ১৩ নির্দেশনা দিয়েছে খাদ্য অধিদপ্তর। এসব নির্দেশনা সংবলিত চিঠি সম্প্রতি ঢাকা, খুলনা, রংপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, আমন ২০২২-২৩ মৌসুমে দেশব্যাপী ২৭২টি নির্বাচিত উপজেলায় 'কৃষকের অ্যাপ' পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধন ও ধান বিক্রির আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর।

অ্যাপের মাধ্যমে ধান কেনার বিষয়টি জানতে চাইলে রংপুর জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো. রিয়াজুর রহমান রাজু সংবাদকে বলেন, 'ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকরা আবেদন

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

কৃষকের অ্যাপের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

করতে পারেন। আবেদনে কৃষক সংখ্যা বেশি হলে অনলাইনে অ্যাপের মাধ্যমে লটারি করা হয়। লটারির মাধ্যমে যেসব কৃষকরা নির্বাচিত হন তারা ধান দিতে পারেন।'

প্রকৃত কৃষকরা না পেয়ে ফরিয়া ব্যবসায়ীরা স্থানীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে 'সিন্ডিকেট' করে ধান দিত এমন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কৃষক শনাক্ত করণের প্রোসেজটা এগ্রিকালচার অফিসের হাতে। খাদ্য বিভাগ কৃষক শনাক্ত করতে পারে না, ওই তালিকা কৃষি অফিস থেকেই দেয়া হয় আর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষক শনাক্তকরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত।'

'আমরা কৃষি অফিসারদের বলে দিই, আপনারা কৃষক যাতে সঠিকভাবে শনাক্ত হয় সেটা যাচাই করে দিবেন।' তারা যাচাই করে দিলে আমরা সঠিকভাবে কাজ করতে পারব।'

'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধন ও ধান বিক্রির আবেদন ও নিবন্ধনের সময়সীমা সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বহুল প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৩টি নির্দেশনা :

১. নির্বাচিত উপজেলাগুলোতে 'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে ধান ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। ২. প্রশিক্ষণ সিডিউল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সব ইউএনও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়াল কর্মশালায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ৩. খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ।।।.ফমভড়ড়ফ.মড়া.নফ নিচের অংশে সংযোজিত 'ফটো এবং ভিডিও বক্স' থেকে 'গাইড লাইন-কৃষকের অ্যাপ' থেকে ভিডিও টিউটোরিয়াল ডাউনলোড করে অ্যাপ ব্যবহার সম্পর্কে ইউএনও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে হবে। ৪. ওয়েবসাইটের উল্লেখিত বক্স থেকে কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত করা লিফলেট (সংযুক্ত লিফলেট) ও তৈরি করা অডিও ডাউনলোড করে মাইকিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সব ইউনিয়নে প্রচার করতে হবে। ৫. ওয়েবসাইটের উল্লেখিত বক্স থেকে প্রস্তুত করা পোস্টার (লিফলেট) উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থান, বাজার, মসজিদের প্রধান ফটকের বিপরীতে এবং দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে সেঁটে দিতে হবে।

৬. প্রস্তুত করা লিফলেট জনসমাগম স্থানে যেমন; মসজিদ মন্দির, স্থানীয় বাজারের দিন, চায়ের দোকানে বিতরণ করতে হবে। ৭. প্রস্তুত করা লিফলেট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার ও স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে।

৮. উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়ে প্রস্তুত করা লিফলেট বিতরণ করতে হবে। ৯. কৃষকের অ্যাপের মাধ্যমে ধান সংগ্রহ কার্যক্রমের জন্য তৈরি করা অডিও মাইকিংয়ের মাধ্যমে জনসমাগম স্থানে প্রচার করতে হবে। ১০. প্রস্তুত করা লিফলেট জেলা/উপজেলার ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টার/লিফলেট প্রকাশ করে প্রচার করতে হবে। ১২. স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সভা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহিলা মেম্বার, ইউডিসি উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে হবে। ১৩. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্যোক্তার মাধ্যমে কৃষক নিবন্ধন উৎসাহিত করতে হবে।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ১৮-১১-২০২২ (পৃঃ ১১)

নেত্রকোনায় ধান কেটে নবান্ন উৎসব উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ -যায়যায়দি

নেত্রকোনায় দুর্গাপুরে নবান্ন উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান -যায়যায়দি

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় নবান্ন উৎসবের পূজা উপলক্ষে ধানগাছ মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে কিশোর -যায়যায়দি

ধান কেটে নবান্ন উৎসব উদ্বোধন

■ স্বদেশ ডেস্ক

কার্তিকের শুরু থেকে ধান পাকতে শুরু করে। হলুদ রঙ্গা এ পাকা ধান দেখে খুশি হন কৃষক। এরপর কৃষক সে ধান কেটে গোলায় তোলেন। রেখে দেন ১২ মাস খাওয়ার জন্য। নতুন এ ধান গোলায় তোলার পর কৃষকের পরিবারে উৎসবের সৃষ্টি হয়। খাওয়া হয় নতুন ধানের ভাত। তৈরি করা হয় পিঠা-পায়েশ। খাওয়ার পাশাপাশি সবাই মিলে আনন্দ করেন। নতুন ধান ঘরে তোলার এ আনন্দের নামই নবান্ন উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এ উৎসবহয়ে থাকে প্রাচীনকাল থেকেই। এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার নতুন ধান কাটার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব। আমাদের স্টাফ রিপোর্টার, নেত্রকোনা জানান, 'কাস্তে হাতে মাঠে চলি, নতুন ধান ঘরে তুলি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে নতুন রোপা আমন ধান কেটে নেত্রকোনায় শুরু হয়েছে ধান কর্তন ও নবান্ন উৎসব। অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় দিনে বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার মৌগাতি ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর গ্রামে সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ধান কর্তন ও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে। মাঠে ধান কেটে আনুষ্ঠানিকভাবেনবান্ন উৎসবের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ। নেত্রকোনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবেবক্তৃতা করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জনা খান মজলিশ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান মানিক, সদর ইউএনও মাহমুদা আক্তার, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সাবিনা ইয়াছমীন, মৌগাতী ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান খান আবুনী, কৃষক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

দুপচাঁচিয়া (বগুড়া) প্রতিনিধি জানান, 'নতুন ধান্যে হবে নবান্ন'- কবির এ অকাট্য বাক্যের ধারাবাহিকতায় বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সনাতনী পঞ্জিকা মতে আজ শুক্রবার (অগ্রহায়ণের প্রথম দিন) সনাতন ধর্মালম্বীরা নবান্ন উৎসব পালন করবেন। উপজেলার গয়াবান্ধা সরকারপাড়া, সাবলা হিন্দুপাড়া, ফেঁপিড়া, সরঞ্জাবাড়ী হিন্দুপাড়া, কইল, খানপুর ও উপজেলা সদরসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন এ উৎসব পালনে নানা আয়োজন করে থাকেন। এ দিন প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় আতপ চালের গুঁড়া গুলিয়ে আল্পনা আঁকা হয়, উঠান ও ধানের গোলায় গোবর গুলিয়ে লেপ দেওয়া হয়। সকালে ছোট ছেলেদের স্নান করিয়ে নতুন ধুতি পরিয়ে বয়স্ক লোকেরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আবাদি জমিতে যান। জমি থেকে তিন গোছা ধান কেটে তাতে সিঁদুর, কাজলের ফোঁটা, কলাপাতা দিয়ে ঢেকে মাথাই করে বাড়ির আঙিনায় নিয়ে আসে শিশুরা। এ সময় গৃহবধূরা শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে ধানগুচ্ছসহ শিশুটিকে বরণ করে নেন। এ ধরনের অনুষ্ঠানকে এ অঞ্চলের সনাতন ধর্মালম্বীর লোকজন আগকাটা (প্রথম ধান কাটা) বলে থাকেন। তারপর কাটা ধানগুচ্ছ ঘরের ছাদের তীরে আটকিয়ে রাখা হয়। এটি সনাতন ধর্মালম্বীদের একটি ঐতিহ্য।

এদিকে এ নবান্ন উৎসব উপলক্ষে আজ দুপচাঁচিয়া উপজেলা সদরের মাছবাজারে বড় বড় মাছের মেলা বসবে। লোকজন সাধ্যমতো রকমারি সবজিসহ বড় বড় মাছ কিনে হরেক রকম সুস্বাদু রান্না, নতুন চালের পায়েশ, পিঠা-পুলি তৈরি করে মেয়ে-জামাইসহ আত্মীয় স্বজনদের আপ্যায়ন করে থাকে।

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি জানান, 'এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে' এ প্রতিপাদ্যে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে নবান্ন উৎসব পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বুধবার বিকালে একাডেমি হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আলোচনা সভায় একাডেমির নৃত্য শিক্ষক মালা মার্থা আরেংয়ের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ মনিন্দ্র নাথ মারাক, পৌর কাউন্সিলর ইব্রাহিম খলিল টিপু, কালচারাল একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা সৃজন সাংমা, নারী নেত্রী লুদিয়া লুমা সাংমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বাঙালির কৃষিজীবী সমাজে শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবপালন হয়, নবান্ন তার মধ্যে অন্যতম। নবান্ন উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির ঐতিহ্য।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) প্রতিনিধি জানান, নীলফামারীর সৈয়দপুরে নিরাপদ সড়ক চাই' (নিসচা) সৈয়দপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় আদিবা কনভেনশন হলে নবান্ন উৎসব পালন করা হয়েছে। নিসচা উপজেলা সভাপতি, মহিলা আওয়ামী লীগ উপজেলা শাখার সভাপতি ও সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সানজিদা বেগম লাকীর সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাবেয়া আলিম এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএনও ফয়সাল রায়হান, এসিল্যান্ড (ভূমি) আমিনুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহসিনুল হক, বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ রেটিনিয়ান ডা. শরিফুল আলম চৌধুরী, আদর্শ বালিকা স্কুল ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান।

এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় চলতি মৌসুমে আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। বাজারে দামও ভালো পাচ্ছেন কৃষক। তাই তাদের মুখে ফুটে উঠেছে হাসির ঝিলিক। সেই সঙ্গে কৃষকের ঘরে ঘরে নবান্নের প্রস্তুতি চলছে পুরো দমে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় আমন ধান কাটা শুরু হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট-

আমাদের গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, গাইবান্ধার সাত উপজেলায় এবার আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষকরা ইতোমধ্যে পুরোদমে ধান কাটা শুরু করেছেন। বাজারে ধানের মূল্য ভালো হওয়ায় কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এবারে জেলায় আমন রোপা ধানের চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক লাখ ২৯ হাজার ৫শ' হেক্টর। সেখানে চাষ হয়েছে এক লাখ ২৯ হাজার ৬৯৯ হেক্টর। এরমধ্যে হাইব্রিড ৪ হাজার ২২ হেক্টর, উফশি ১ লাখ ২০ হাজার ৯৭০ হেক্টর এবং স্থানীয় ৪ হাজার ৭০৭ হেক্টর। এবারে আমন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৫শ' মে. টন।

এ ব্যাপারে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উপ-পরিচালক জানান, এবারে জেলায় ৪ লাখ ২ হাজার ৬৪৬ মে. টন চাল উৎপাদন হবেআশা করা হচ্ছে।

উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি জানান, কক্সবাজারের উখিয়ায় মাঠ জুড়ে সোনালি ফসলের ঝিলিক যেন চারিদিকে রাঙিয়ে তুলেছে। শুরু হয়েছে শস্য কর্তন। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব। আমন চাষাবাদের ফলন দেখে হাসি ফুটেছে কৃষকের মুখে।

কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ জানিয়েছে, উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে চলতি মৌসুমে ৯ হাজার ৬৭০ হেক্টর জমিতে আমন চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত আরও ১০ হেক্টর জমিতে বেশি আবাদ হয়েছে।

ভালুকিয়া পালয়ের কৃষক আব্দুর রশিদ ও হলদিয়া পালয়ের মফিজুর রহমান জানান, এবারে আবহাওয়ার পরিবেশ অনুকূল থাকায় এবং সঠিক পরিচর্যাসহ প্রযুক্তি ব্যবহার করায় আশানুরূপ ফলন সম্ভবহয়েছে।

উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মুস্তাক আহমেদ বলেন, উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ ও অধিক ফলন উৎপাদনে সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ ও রোগবালাই দমনে কীটনাশকের পাশাপাশি জৈবিক পদ্ধতি ব্যবহারের পরামর্শ এবং কৃষকদের মাঝে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

চারঘাট (রাজশাহী) প্রতিনিধি জানান, রাজশাহী কৃষি অঞ্চলে এক দশকে ধানের জমিতে ব্যাপক পরিমাণ ফলের উৎপাদন বেড়েছে। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন আশা করা যাচ্ছে। উপজেলার সরদহ ও নিমপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দেখা গেছে, শত শত হেক্টর জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে। ফলনও বেশ ভালো। এ বছর চারঘাটে হাইব্রিড ও উফশি জাত মিলিয়ে মোট ৪ হাজার ৯৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের আবাদ হয়েছে।

কৃষি অফিসার উপস্থিতিতে সরদহ ইউনিয়নের পূর্ব ঝিকরা গ্রামের কৃষক তোয়াজ উদ্দিন তিন বিঘা ও নন্দনগাছি কৃষক আব্দুল কাদের প্রায় সাড়ে তিন বিঘায় জমিতে ব্রি-ধান ৯৫ ও ৮৭ নমুনা শস্য কর্তন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সরদহ ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএএও) রায়হান আলী, পৌরসভার (এসএএও) আমিরুল ইসলাম ও চারঘাট প্রেস ক্লাবের সভাপতি নজরুল ইসলাম।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে চলতি মৌসুমে বিয়ার এগারো ধান কাটা শুরু করেছেন স্থানীয় কৃষকরা। বিয়ার এগারো ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষকের মুখে যেন ফুটেছে হাসির ঝিলিক। বিয়ার এগারো চাষে সেচ খরচ কম ও সারের পরিমাণও কম লাগে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণও কম হয়। ফলে সাড়ে তিন মাসেই এ ফসল ঘরে তুলতে পারে কৃষক। চাষাবাদে কম খরচ ও লাভজনক হওয়ায় বিয়ার এগারো ধান চাষাবাদে ব্যাপক আগ্রহী হয়ে উঠেছে কৃষক।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে শাহজাদপুরে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে বিয়ার এগারো ধানের চাষ হয়েছে। বিঘাপ্রতি গড় ফলন হয় ২০-২২ মণ।

উপজেলার বারইটেপরী গ্রামের কৃষক রমজান শেখ জানান, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও ৩ বিঘা জমিতে বিয়ার এগারো ধানের আবাদ করেছেন। কম খরচে ভালো ফলন হওয়ায় বিয়ার এগারো ধান চাষ করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। খরচ বাদে বিঘাপ্রতি কৃষকের প্রায় ১৪ হাজার টাকা লাভ হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আব্দুস ছালাম বলেন, কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আধুনিক জাতের ধান এবং সার বিতরণ করেছেন। যদি সবকিছু অনুকূলে থাকে তাহলে এই আধুনিক জাতের মাধ্যমে আমনের আবাদ এই এলাকায় বৃদ্ধি পাবে।